ভোরের কাগজ

JUL 07 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তথ্য প্রযুক্তির ভেতরে-বাইরে ২

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নট্রামস কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান

ইমরান আলম : প্রশিক্ষণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই নট্রামস অনুমোদিত অজস্র কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মতো দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে অনুমতি না নিয়েই এসব প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে সরকারের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

সফটওয়্যার রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি নট্রামসের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্তি বাতিলের সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে সরকারি স্কুলে চাকরির ক্ষেত্রে নট্রামস সার্টিফিকেট নেওয়ার বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তথ্যপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী ভোরের কাগজকে জানান, বগুড়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নট্রামস (ন্যাশনাল ট্রেনিং একাডেমি ফর মাল্টি লিংগুয়াল শর্ট হ্যান্ড) মূলত বহুভাষী সর্টলিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রেও কার্যপরিধির প্রসার ঘটায়। এরশাদ সরকারের আমলে সরকারি স্কুলে চাকরির ক্ষেত্রে নট্রামস অনুমোদিত ট্রেনিং সেন্টার থেকে সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এ নির্দেশের কারণে দেশব্যাপী নট্রামস অনুমোদিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রশিক্ষণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই যেনতেন প্রকারে কোর্স শেষ করে প্রতিষ্ঠানগুলো সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসায় নেমে পড়ে। এসব সার্টিফিকেটপ্রাপ্তরা কম্পিউটারকে বড়োজোর টাইপরাইটারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটার বিষয়ক বিষয়াদি বুঝতে বা ছাত্রছাত্রীদের বুঝাতে সক্ষম হবে না। এ কারণে সফটওয়্যার রপ্তানি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে নট্রামসের অধিভুক্তি বাতিল এবং সরকারি স্কুলে চাকরির ক্ষেত্রে এর সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ রহিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী সফটওয়্যার রপ্তানি সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির উপদেষ্টা।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব কারার মাহমুদুল হাসান বলেন, আশির দশকের শেষ কিংবা নব্বই-এর দশকের গোড়ার দিকে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলে শিক্ষাদানের জন্য নট্রামসের কোর্সই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক অগ্রগতির যুগে স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক যুগোপযোগী ● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৮

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা নট্রামস

● প্রথম পাতার পর

কারিকুলাম পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রথমত, চলতি অর্থবছরের মধ্যে দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগসহ ১০ হাজার কম্পিউটার বিতরণ করা হবে। দ্বিতীয়ত, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের জন্য বেসিক কম্পিউটার, প্রফেশনাল কম্পিউটিং ও অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং-এর উপযুক্ত সিলেবাস তৈরি করা হবে। বেসিক কম্পিউটিং-এর উদ্দেশ্য হলো তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বুনিয়াদী বা প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া। প্রফেশনাল কম্পিউটিং-এর লক্ষ্য হলো সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য পেশাদার তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তৈরি করা। অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং-এর উদ্দেশ্য হলো তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষক তৈরি করা।

সচিব বলেন, কম্পিউটার বিষয়ক এ সিলেবাস পড়ানোর জন্য চলতি বছরের মধ্যেই ইংরেজি, পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিষয়ক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ৪৫ হাজার ব্যক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যারা এসব বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে সরকারি, আধাসরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি শেষে অবসর জীবনযাপন করছেন তাদের বিশেষ ব্যবস্থাধীনে প্রকল্পের আওতায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া এসব ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দেশে বিদ্যমান দেড় হাজার কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগ্যদের বাছাই করা হবে। মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যে পিসিপি (প্রজেক্ট কনসেপ্ট প্রোফাইল) প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছে যা অনুমোদনের জন্য শিগগিরই পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে।

গত ১৬ মে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. মঈন খানের সঙ্গে আলাপকালে উপরোক্ত প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে সচিব জানান।